টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে
খেলে রাবার পাওয়ায়
'জঙ্গিপুর সংবাদ' ভারতীয়
ক্রিকেট দলকে আন্তরিক
অভিনন্দন জানাচ্ছে।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৮ ইং 25th Aug. 1971 | ১৫শ সংখ্যা

এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা এবারে বন্ধ নাকি ?

শোনা যাচ্ছে যে, এবারে নাকি ভাগীরথীর বুকে ৭২ কিলোমিটার সাঁতারের পাল্লা বন্ধ থাকছে।

তবে কি কর্মকর্তারা সব ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ ধরেছেন ? মুর্শিদাবাদের এই গর্বের জিনিসটি কাদের খামখেয়ালিপনা তথা অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নষ্ট হতে চলেছে ?

বাংলার ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা ত একেবারে 'গয়া' পেয়েছে। কোথাও কোথাও যদি বা একটু আধটু ছিল তাও যদি নষ্ট হয়, তবে এটা আর কিছু না হোক, আত্মঘাতী পরিকল্পনা বটেই।

জেলা স্পোর্টস এসোশিয়েশন এবং জেলা শাসক মহাশয়ের হস্তক্ষেপে যদি ভাঁটাপড়া উদ্যোগকে উৎসাহের জোয়ারে ভরে দিতে পারা যায়, তবে জেলাবাসী নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবেন।

আমরা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলগুলিকে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাই—তাঁরা এটাকে বন্ধ যেন না করেন।

দুই পক্ষে সংঘর্ষ
পুলিশের গুলিতে দুই জন নিহত

গত ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার চাঁদপুর গ্রামের কাছাকাছি পদ্মা ও গঙ্গার মিলনস্থলে একটা মালবাহী নৌকা B S F বাহিনীর নজরে পড়ায় নৌকাটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। নৌকার লোকেরা যেতে অস্বীকার করায় দু'পক্ষের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা ও পরে হাতাহাতি হয়। B S F বাহিনীকে অপর পক্ষ লাঠি-হেঁসো প্রভৃতি অস্ত্রাদি দ্বারা আক্রমণ করলে B S F বাহিনী তিন রাউণ্ড গুলি চালায় ফলে অপর পক্ষের আরজাদ ও জালালউদ্দিন নামে দু'জন ব্যক্তি মারা যায়।

গলা টিপে হত্যা

গত ২০শে আগষ্ট রাত্রিতে সামসেরগঞ্জ থানার নোয়াপাড়া গ্রামের তাহিমন বেওয়া নামে এক মহিলাকে গলা টিপে খুন করা হয়। খবরে প্রকাশ, তার নাতবৌ নাকি দুশ্চরিত্রা ছিল ঐ কথা উক্ত গ্রামে তাহিমন বেওয়া প্রচার করায় নাতবৌ-এর বাবা তাকে ন করে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা খবর পাওয়া যায় নি।

বন্যায় সরকারী দায়িত্ব — জনস্বাস্থ্য রক্ষাও

বানের জল বাড়ছেই—দুর্গতিও বাড়ছে। সেচ বিভাগের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় গঙ্গার জল এ বৎসরে ৮৯'৪৫ ফিট ঊর্দ্ধসীমায় উঠেছে। গত ১৯৬৯ সালের বন্যায় ঊর্দ্ধসীমা ছিল ৭৮'৯৫ ফিট। গঙ্গা দিয়ে যে জল বয়ে আসছে ফরাক্কায় তার পরিমাণ ২৩ লক্ষ কিউসেক, ১৯৬৯ সালে এই পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ কিউসেক। তা যাই হোক, ফসলপত্তর, ঘরবাড়ী সবই ত গেল। এখন প্রশ্ন আসছে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার। বর্ত্তমানে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেটা যেমন নেওয়া দরকার, তেমনি বানের জল সরে গেলে আরও সতর্কতার প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। কারণ বন্যার অন্যতম ফলশ্রুতি হল কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি। এই সব রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্ব হতেই করা দরকার। তার জন্যে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগকে এখন হতেই তৎপর থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় টীকা, ইনজেকশন ও ওষুধপত্র সরকারী হাসপাতালে তথা পৌরপ্রতিষ্ঠানে মজুদ রাখার প্রয়োজন। বানের জল সরে গেলে যেন কোন রোগই মহামারীর রূপ নিতে না পারে, সেজন্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এন্টি-বায়োটিক ওষুধ নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এই ওষুধের সরবরাহ যেন থাকে, সরকার সে ব্যবস্থাও করুন।

আর, এস, পি-র নেতৃত্বে রঘুনাথগঞ্জে বন্যার্ত্ত মানুষের মিছিল

২০শে আগষ্ট আর, এস, পির নেতৃত্বে সর্ব্বশ্রী বীরেন চৌধুরী ও রামকুমার সেনের পরিচালনায় জঙ্গিপুরের বন্যাদুর্গত নরনারীর এক মিছিল জি, আর বিলির অব্যবস্থা দূরীকরণের ও দুর্গতদের সাহায্যের বিভিন্ন দাবী নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে হাজির হয়।

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ কেন্দ্রীয় অর্থনীতি-শিল্পনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ ॥

১৯৭১-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় শাসক কংগ্রেস ঘোষণা করিলেন—দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে (গরিবী হঠাও) ; আয় ও ধনের কোন বৈষম্য থাকিবে না ; অর্থ-নৈতিক সম্পদ সমহারে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে ; বেকারত্ব কমান হইবে ; জিনিসপত্রে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিয়া অর্থ-নৈতিক স্থিতিশীলতা আনা হইবে—এক কথায় সমাজতান্ত্রি অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় করার পর্যাপ্ত প্রতিশ্রুতি। বৎসর শেষ হইতে চলিল, সারা ভারতের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা যথা পূর্বং তথা পরম্।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথা : এই দেশে একটি কালো অর্থনীতির সৃষ্টি হইয়াছে। কালো টাকা যে দেশে চলে সেখান হইতে গরিবী হঠান যায় কি ? তাই দেশে দারিদ্র্য তীব্র হইয়াছে। শরণার্থীর স্রোত খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদনে টালমাটাল অবস্থা আনিয়াছে। তাহাদের জন্য বিরাট ব্যয়নির্বাহে শেষ পর্যন্ত যোজনার বরাদ্দ অর্থে হাত দিতে হইলে যোজনাকেও কাটছাঁট করিতে হইবে। ইহার ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাধা আসিবে। কল্পনাতীত বেকারত্ব দেশে বিভীষিকা আনিয়াছে। যোজনার অঙ্গচ্ছেদে বেকার সমস্যা যাহা শরণার্থীদের চাপে সীমাহীন হইয়াছে—সমাধানের কোন পথই পাইবে না। তাহার উপর আছে সরকারী উদ্যোগের শিল্পসংস্থা-গুলি যাহারা কেবলই লোকসান দিতে জানে, তাই যাহাদের প্রসার না ঘটায় কর্মসংস্থানের পক্ষে অন্ত-রায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে জনগণ আশার আলো দেখিতে পাইতেছেন না।

কালো টাকার মালিকেরা মূল্যবৃদ্ধিকে পরোয়া করেন না। জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলেও তাঁহারা অথবা তথাকথিত ধনীরা ক্রয়ক্ষমতা ঠিকই রাখিয়া-ছেন। মুদ্রাস্ফীতির চরম অভিশাপ সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে পড়িয়াছে, ভাগ্যবানদের উপর তাহার প্রভাব তেমন পড়ে নাই। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সার্থক পথে চলে নাই। তাই এক ভ্রান্ত অর্থনীতি দেশের বিপর্যয় আনিতেছে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের কথা আসে। এই রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা, খুনজখম প্রভৃতি আজ এমন পর্যায়ে আসিয়াছে, যাহা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক দিককে গভীর পঙ্কশায়ী করিয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগ দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে একটা বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ-নৈতিক অনিশ্চয়তা, মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, বন্ধ, ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতি বেসরকারী বিনিয়োগে চরম মন্দাভাব আনিয়া দিয়াছে। সরকারী আনুকূল্য তেমন সন্তোষজনক নয়। কয়েক বছর ধরিয়া এই অবস্থা চলার ফলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বহু সংস্থা মার খাইতেছে। এমন কি শিল্পপতিরা নানা কারণেই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র বিনিয়োগে উৎসাহী হইতেছেন। আর তাহার বেশীর ভাগটা সম্ভব হইতেছে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম রাজনীতির ফলে।

ইহার অনিবার্য পরিণতি এত বেকারের সৃষ্টি করিয়াছে। নূতন নূতন শিল্পের প্রসার এবং সুষ্ঠু শিল্পনীতির দ্বারা বেকারত্বের সমাধান অনেকটা সম্ভব। সরকারের শিল্পনীতি যত ভালই হোক না কেন, তাহাকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করিয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও কর্মে প্রসার ঘটানর সন্তোষজনক লক্ষণ এপর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। ইহার কারণ যাহাই থাকুক, তাহাতে আত্মতুষ্টির ও সমাজ-তন্ত্রের কথা বলার কোন সার্থকতা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ইনজিনিয়ারিং শিল্পে ভারতে পুরোধা ছিল। কিন্তু আজ তাহার পিছাইয়া পড়ার সমস্ত রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া শক্ত হাতে দূর করিতে হইবে। সুখের কথা, এই রাজ্যের ভাগ্যোন্নতি ঘটাইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 'পঞ্চানন' এখানে জুটিতেছেন। রেলমন্ত্রী শ্রীহনু-মন্তাইয়া ও শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী আসিয়াছেন রাজ্যের মুমূর্ষু শিল্পোৎপাদনকে সঞ্জীবিত করিতে (?)। শ্রীআই, কে, গুজরাল আসিবেন কলিকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে। বাংলার আপনজন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিশ্চয়ই এই ব্যাপার-গুলিতে নিজেকে জড়িত রাখিবেন। কারণ তিনি পশ্চিমবঙ্গকে যতটা জানেন, বাহিরের আর কেহ তাহা জানিবেন না। আর ৩০শে আগষ্ট আসিবেন প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং। চাঁদের হাট বসিয়া থাক ; কিন্তু মেঘটা কাটার দরকার। দুষ্টলোকে বলে, কেহ কেহ মনে করেন, কলিকাতা বন্দরের মৃত্যু হইলে কাণ্ডালা বা আর সব বন্দর আছে ; পশ্চিমবঙ্গের শিল্প চলিয়া গেলে অন্য রাজ্যসমূহে বিনিয়োগের (সরকারী বা বেসরকারী) ব্যবস্থা থাকিবে। সুতরাং বেকার এই রাজ্যে টাকা ঢালা বেকার। আমরা দুষ্টলোকের কথায় সাই দিই না। তবুও যদি মনের কোণে 'অন্যরাজ্য-অন্যবন্দর আছে'-এর চিন্তাবুদ্ধি কাহারও থাকে, তবে তাহা এখনই পরিবর্ত্তিত হউক। গত রবিবারের বেতার ভাষণে নব নিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীএ, এল, ডায়াস এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য শ্রীরায় ও শ্রীহক চৌধুরীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা আশা করিয়া রহিলাম। তবে ইহাও ঠিক যে শিল্পোৎপাদনে মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কৃপা যতটা পায়, পশ্চিমবঙ্গ তাহা পাইতেছে না। ইহাতে এই রাজ্যের অবস্থা খারাপ হইলে সামগ্রিকভাবে ভারতেরও কম ক্ষতি নয়। এই কথাটা কর্ত্তাব্যক্তিরা যদি অজিও না বুঝেন, তবে কী হইবে সমাজতন্ত্রের ঢক্কা নিনাদে ? এই রাজ্যের পূর্ব মর্যাদা ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব প্রথমত কেন্দ্রের, দ্বিতীয়ত রাজ্যের জনগণের।

মর্ম্মান্তিক

গত ২১শে আগষ্ট সামসেরগঞ্জ থানার তারাপুর কোম্পানীর সন্নিকটে ৩৪নং জাতীয় সড়কের এক পার্শ্বে বন্যা কবলিত মনসুর আলি আশ্রয়ের অভাবে যখন শুয়ে ঘুমাচ্ছিল সেই সময় অজ্ঞাত পরিচয় কোন ট্রাক ঘুমন্ত মনসুরকে চাপা দিয়ে দলে পিষে চলে যায়।

উল্টা পুরাণ

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

ভাবিতেছিলাম, স্বপ্নে মানুষ কত কিছু পাইয়া থাকে। এমন কি স্বপ্নে ভাল ফলারও খাইয়া থাকে। আর আমার এমনই কপাল যে, দাদাঠাকুর স্বপ্নাদেশ দিলেন লিখিতে, তাও আবার উল্টা পুরাণ!

হঠাৎ কানে টান পড়িল। চাহিয়া দেখি দাদাঠাকুর মুখে সেই হাসি। কহিলেন—'আজকাল খবরের কাগজ পড়িস নে নাকি?' পড়ি তো। 'অর্থ বুঝে পড়িস্?' বলিয়াই অন্তর্ধান।

তখন আবার সংবাদপত্রগুলি লইয়া বসিলাম। দেখি যেন নূতন দৃষ্টি পাইয়াছি। তাই তো! সবই তো উল্টা ব্যাপার।

যখন বন্যার জলে পশ্চিমবঙ্গ নাকানি-চোবানি খাইতেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে জলের অভাবে আগুন নিভানো সম্ভব হইতেছে না। যখন দেশে খাদ্যের অভাবে এক শ্রেণীর লোক—যাহারা নিজেদের গরিব বলিয়া মন্ত্রীমহাশয়দের মর্যাদা হানির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা না-খাইয়া বা অখাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে, তখন উদ্বৃত্ত ফসল লইয়া কি করিবেন তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল মন্ত্রীমণ্ডলী সমস্যা সমাধানের জন্য বৈঠক বসাইতেছেন।

যখন সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় ফটোগ্রাফে দেখিতেছি যে, লবণহ্রদে আগত শরণার্থী নারী-পুরুষ হিউম পাইপের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন, তখন আবার ঐ সংবাদচিত্রেই দেখা যাইতেছে মোগল সম্রাটদের বিলাসবিনিন্দিত রাজভবনের সিংহাসন কক্ষে আমাদের পালন করিবার পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতে-ছেন নব নিযুক্ত রাজ্যপাল।

বুঝিলাম, এই জন্যই দাদাঠাকুর উল্টা পুরাণ রচনা করিতে আদেশ দিলেন।

সত্যই তাই। রেল কর্তৃপক্ষ দুষ্টের দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া শিষ্ট যাত্রীদের শাস্তি দিলেন—ট্রেণের বিপদসংকেতসূচক শিকল অকেজো করিয়া দিলেন। সরকার বন্দুক ছিনতাই বন্ধ করিতে পারিলেন না—নির্দেশ দিলেন আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলি থানায় থানায় জমা রাখিতে হইবে।

চোর ডাকাতকে শাসন করিতে না পারিয়া সরকার কবে হয়তো গৃহস্থদের গাছতলায় বাস করিতে আদেশ দিবেন। বরং চোর ধরা পড়ে নাই বলিয়া হাতের কাছে পাওয়া গৃহস্বামীকে জেলে দিলেই প্রশাসনের আর কোন ত্রুটি থাকে না।

দাদাঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। এই জন্যই তাঁহার আদেশে উল্টা পুরাণ রচিত হইতেছে।

এস, ইউ, সি, আই-এর নেতৃত্বে বন্যার্তদের বিক্ষোভ মিছিল:

এস, ইউ, সি, আই—রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ হইতে এক প্রেরিত পত্রে বলা হইয়াছে যে, বন্যার্তদের বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে এবং রিলিফ বণ্টনে দুর্নীতির প্রতিবাদে গত ১৭ই, ১৮ই এবং ২১শে আগষ্ট বন্যার্তদের বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। শ্রীঅচিন্ত্য সিংহের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনায় স্থির হয়: (১) অঞ্চল প্রধান, অধ্যক্ষ বা রিলিফ কমিটির মাধ্যমে রিলিফ বণ্টনের ব্যবস্থা বাতিল করা হইল, (২) ২৮শে আগষ্টের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্য রিলিফ দেওয়া হইবে, (৩) ২৬শে আগষ্টের মধ্যে ক্যাম্পে ও গ্রামে শিশুদের খাদ্য পৌঁছাইয়া যাইবে। (৪) গৃহনির্মাণ সাহায্য দেওয়া হইবে।

সমিতির অন্যতম দাবী ছিল যে, যাহাদের রুজি বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদের জি, আর প্রসারিত করা হইক। পত্রে বলা হইয়াছে যে, সরকার ইহা মানিতে পারিবেন না। আরও বলা হইয়াছে যে, ২৫শে আগষ্ট হইতে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মহাশয়ের অফিসের সামনে গণ-অবস্থান শুরু করার ব্যবস্থা করা হইবে।

পাওয়া গিয়েছে

গত ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় প্রতাপপুর কলোনীর তারাপদ হালদার রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলার রাস্তায় এক বাক্স কলেরা ভ্যাক্সিন ইন্জেকশন পড়ে পেয়েছেন। ইন্জেকশনের বাক্সটি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে রাখা হয়েছে। জনসাধারণ গৌরীপতি বাবুর চেম্বার থেকে কলেরা রোগ প্রতিষেধক টীকা নিয়ে নিজেকে রক্ষা করুন।

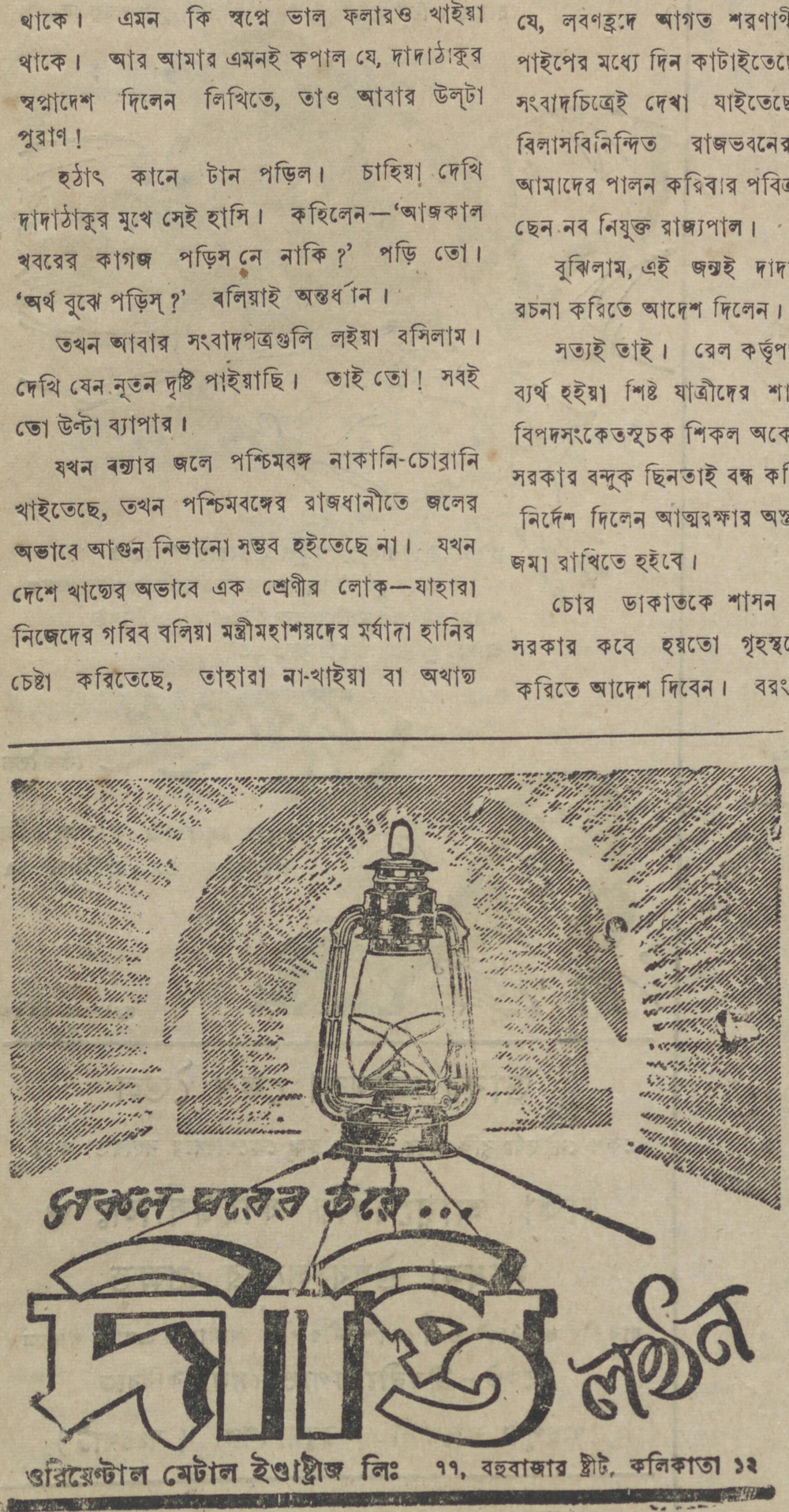

WANTED for Pauli Jr. High School P. O. Kherur, Dt. Murshidabad a graduate teacher against deputation vacancy on usual pay. Apply soon to the Secretary.

আর, এস, পির মিছিল

১ম পৃষ্ঠার পর

মহকুমা শাসক সহানুভূতির সহিত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন ও সাহায্য সরবরাহের অপ্রতুলতার কথা তাঁদের জানান। তিনি ৪৮ ঘন্টার সময় চান এবং অভিযোগ দূরীকরণের ও সর্বপ্রকারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

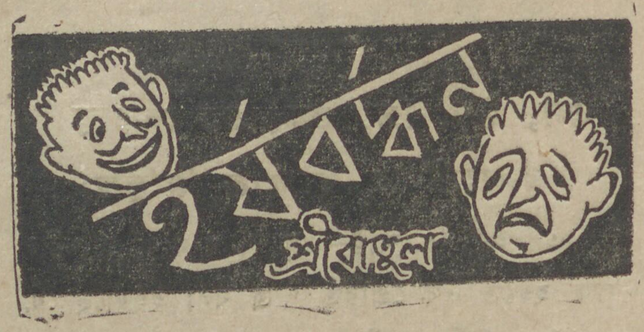

প্রধান মন্ত্রীর মতে মুজিবের কিছু হলে দুনিয়া জুড়ে প্রতিক্রিয়া হবে।

—এ পর্যন্ত মুজিবের যেটুকু হয়েছে, তাতে দুনিয়া জুড়ে বেসরকারী প্রতিক্রিয়াই হয়েছে।

* * *

গত ১২ই, ১৩ই আগষ্ট বরানগর-কাশীপুরে ব্যাপক খুনোখুনি হয়েছে। ১৭ই আগষ্ট শনিবার খড়দহে পাঁচ জন খুন হয়েছে।

—অথ সর্বদলীয়-রাজনৈতিক-বৈঠক-ফলশ্রুতি। সার্থক পৌরোহিত্য!

* * *

'আসামে পাকচরদের মাইনে দু'টি ট্রেণ ধ্বংস'—সংবাদ

—মাইনে মাসিক না দৈনিক?

* * *

—ক্রোড়পত্রে দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-8C

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানো পরিশ্রম নেই, স্বাস্থ্যহানিকর ধোঁয়া না থাকায় ভয়ে ভয়ে কুলাও ভরবে না।

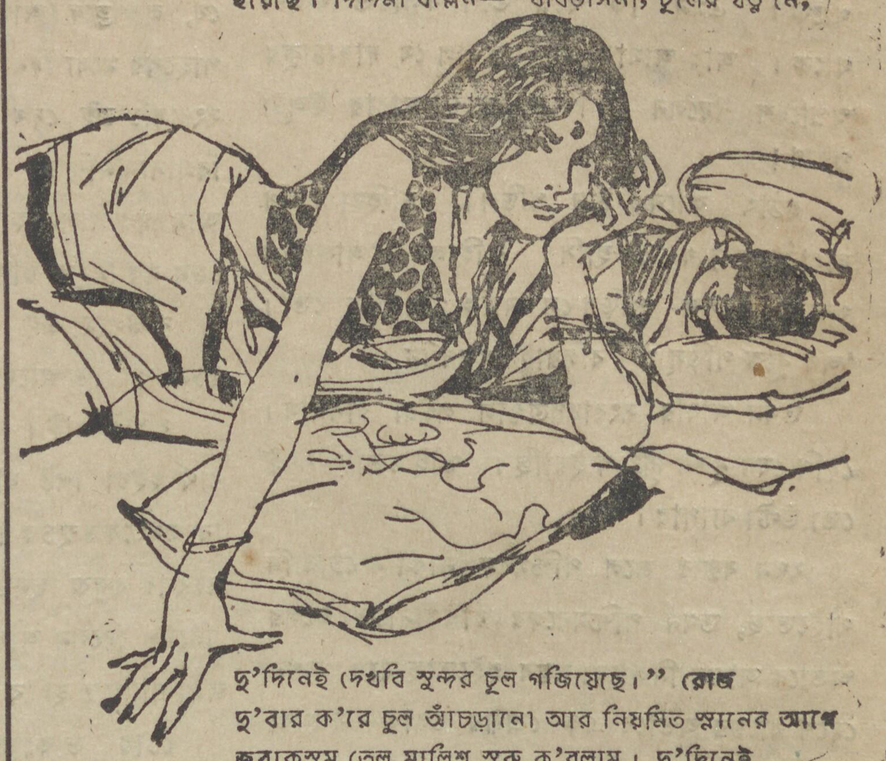

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীনগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হর্ষবর্দ্ধন

ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য এবারের স্বাধীনতা দিবস থেকে কেন্দ্রের ৫৫ জনের মন্ত্রিপরিষদের সকলে কম বেতন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

—হায়, তবু পুঁজিবাদী গন্ধের বদনাম যায় না!

* * *

লণ্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা—মুজিব বেঁচে আছেন কিনা ইয়াহিয়া বলুন।

—প্রি-পেড করেন নি তো? জবাব পাবেন কেন?

* * *

ইসলামাবাদ সম্বন্ধে মৎপুত্র হাবার গবেষণালব্ধ ফল—'ইসলাম+ আবাদ, অর্থাৎ যেখানে দলে দলে ইসলামপন্থী আবাদ অর্থাৎ পয়দা হচ্ছেন, আর অন্যত্র ইসলাম বাদ।'

* * *

সম্প্রতি এস, ইউ, সি, আই-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক মহাশয়ের যা যা আলোচনা হয়েছে তার অন্যতম হল: অঞ্চল-প্রধান, অধ্যক্ষ বা রিলিফ কমিটির মাধ্যমে রিলিফ বন্টন নাকি বাতিল করা হল।

—কোন্ ভাগ্যবান্ এ বোঝা বইবেন জানা যায় নি।

জঙ্গিপুর সংবাদ শারদীয়া সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন—

॥ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

—আজকের অবক্ষীয়মান মুমূর্ষু সমাজের একটি প্রধান সমস্যার কথা।

॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

—'হাসির অন্তরালে' ও 'কাঞ্চনতলার কাপ' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা।

॥ নাট্যকার **কিরণ মৈত্র** ॥

ক্লিফোর্ড ব্যাঙ্ক এর 'দি ক্লোক' এর আংশিক অনুসরণে একাঙ্ক নাটক।

দিন আগত ঐ

॥ ডঃ অমলেন্দু মিত্র ॥

শিব-শক্তি সাধনার পীঠভূমি বীরভূমের একটি দেবীপীঠের আলোচনা।

॥ মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বর্তমান বীরভূমের পটভূমিকায় **'মানচিত্র ঘামছে'**

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
৮ই ভাদ্র, ১৩৭৮ সাল।

সবার থেকে ভালো

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলির সঙ্গে মিঃ মাসতি ও শ্রীমতী সিনহা

সেদিন রাজধানীর একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহম্মদ ১৯৬৯।৭০ সালে গ্রামোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মহীশূরের শ্রীকে, এম, মাসতি এবং বিহার রাজ্যের শ্রীমতী সুমিত্রা সিনহাকে মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করেন। মানপত্রের সঙ্গে নগদ একহাজার পাঁচশত টাকা এবং একটি করে সাইকেলও তাদের উপহার দেওয়া হয়। শ্রীমাসতি এবং শ্রীমতী সিনহা ছাড়াও কেন্দ্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্ডিচেরীর শ্রীটি ত্যাগরাজন এবং মণিপুরের শ্রীমতী লাইসারাম আনন্দি দেবীও যথাক্রমে এবৎসরের যোগ্যতম গ্রাম-সেবক ও সেবিকা রূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন।

দেশের নিরক্ষর চাষী মজুরদের মধ্যে উন্নতপ্রথায় চাষবাস করে পর্য্যাপ্ত ফলন তোলার প্রেরণা জাগান সেই সাথে গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করে তোলার মূলে গ্রাম-সেবক ও গ্রামসেবিকার দান অসামান্য। তাই পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ সমাজ সেবীকে যোগ্যসম্মান প্রদর্শন করায় সমগ্র দেশবাসীই আজ আনন্দিত।

আমিন পিয়ারীলাল
(উপন্যাস) মূল্য—৫·০০ টাকা
লেখক—অরুণকুমার মজুমদার
যে পুস্তকখানি সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেন,.....
"এই একখানি মাত্র পুস্তক রচনার জন্য লেখকের খ্যাতিলাভ করা সঙ্গত।" পড়ে আপনিও হয়ত ঐ মত দেবেন।
প্রাপ্তিস্থান—ভুজঙ্গভূষণ কুণ্ডু এণ্ড সন্স
খাগড়া ॥ বহরমপুর

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।